যুগান্তর

তারিখ 27 MAY 2012 ...
পৃষ্ঠা 20 কলাম 6 ...

ব্যবহারিক পরীক্ষা ঘিরে বিজ্ঞান শিক্ষকদের রমরমা কোচিং বাণিজ্য

মুশতাক আহমদ

এইচএসসি ব্যবহারিক পরীক্ষা ঘিরে সারাদেশে চলছে রমরমা ব্যবসা। অভিভাবক ও শিক্ষার্থীদের অভিযোগ, ব্যবহারিক পরীক্ষায় ভালো ফলাফলের নামে 'বিশেষ ব্যবহারিক কোচিং' করানো হচ্ছে। এ জন্য বিভিন্ন কোচিং সেন্টার ও শিক্ষকদের বাসায় বাসায় যেতে শিক্ষার্থীদের বাধ্য করা হচ্ছে। কোচিং ফি'র আড়ালে উৎকোচ নেয়া হচ্ছে। আবার বোর্ড নির্ধারিত ফি'র বাইরে পরীক্ষা কেন্দ্রগুলোও বাড়তি অর্থ আদায় করছে। লাগামহীন, প্রতিকারহীন ও অপ্রতিরোধ্য হওয়ায় অভিভাবকরা

বাণিজ্য : পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ৪

বাণিজ্য : শিক্ষকদের

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

নাখোশ। তবে নিরুপায় হয়ে ও সন্তানের ভালো নম্বর নিশ্চিত করতে কিছু অভিভাবক কতিপয় শিক্ষকের হাতে তুলে দিতে বাধ্য হচ্ছে। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে ব্যবহারিক-দুর্নীতি রোধে কড়া নজরদারির মধ্যে পরীক্ষা নেয়ার দাবি জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা।

বিজ্ঞান বিষয়ের শিক্ষকরা মূলত নম্বর বাড়িয়ে দেয়ার ব্যবসার নেপথ্যে রয়েছেন। জানা গেছে, এইচএসসির তত্ত্বীয় পরীক্ষা শেষে কোচিং বাণিজ্য শুরু হয়। অনেক শিক্ষক বাসায় আবার অনেক শিক্ষক কোচিং সেন্টারে শিক্ষার্থীদের নিয়ে অর্থ হাতিয়ে নিচ্ছেন। ভালো নম্বর দেয়ার নামে তারা ২ থেকে সর্বোচ্চ ২৫ হাজার টাকা পর্যন্ত নিচ্ছেন। এক্ষেত্রে অভিভাবক ও শিক্ষার্থীরা এক প্রকার জিম্মি। নাম প্রকাশ না করার শর্তে কয়েকজন অভিভাবক বলেন, বিষয়টি ওপেন সিক্রেট। অনেক আগে থেকেই শিক্ষকরা ব্যবহারিক পরীক্ষার আগে নানা কৌশলে অর্থ হাতিয়ে নিচ্ছেন, তবে বর্তমানে এটি চরম আকার ধারণ করেছে।

রাজধানীর একটি প্রাইভেট কলেজের একজন উদ্যোক্তা জানান, ব্যবহারিকের নামে দুর্বৃত্তায়ন এখন অনেক দূর গড়িয়েছে। তত্ত্বীয় পরীক্ষার সময় প্রশ্নের উত্তর বলে দেয়া হয়। এর বাইরে পরিদর্শনকালে অনেক শিক্ষক বিশেষ করে বহিঃপরীক্ষক (এক্সটার্নাল) শিক্ষক পরীক্ষা হলে শিক্ষার্থীদের ভিজিটিং কার্ড দিয়ে থাকেন। এ ছাড়া কেন্দ্র বিনিময় প্রথার মাধ্যমেও চলে ব্যবহারিক ও পরীক্ষা দুর্নীতি। ঢাকা বোর্ডের এক কর্মকর্তা জানান, উত্তরার মাইলস্টোন কলেজ ও উত্তরা কলেজের আসন ব্যবস্থা হয়েছে পরস্পরের কলেজে। অভিযোগ, ওই দুটি কলেজ পারস্পরিক সমঝোতার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের পরীক্ষা নিয়েছে। উত্তরার আরেক কলেজের আসন ব্যবস্থা হয়েছে নবাব হাবিবুল্লাহ বাহার কলেজে। ঢাকার কয়েকটি নামকরা কলেজের একাধিক শিক্ষক জানান, প্রতি বছর সারাদেশে ব্যবহারিক পরীক্ষা ঘিরে বিজ্ঞান শিক্ষকদের মধ্যে অবৈধ আয়ের মহোৎসব শুরু হয়। এক্ষেত্রে রাজধানীর শিক্ষকরা এক প্রকার লাগামহীন হয়ে পড়েন। একজন শিক্ষক ক্রমান্বয়ে অভ্যন্তরীণ ও বহিরাগত বিশেষজ্ঞ শিক্ষক হিসেবে পরীক্ষা নেন। দুভাবেই তারা শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে অর্থ নিয়ে থাকেন। ঢাকার একটি বেসরকারি কলেজের প্রধান যুগান্তরকে জানান, তারা ব্যবহারিক পরীক্ষা বাবদ কোন অর্থ নেন না শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে। কিন্তু যে কলেজে তাদের শিক্ষার্থীদের আসন ব্যবস্থা হয়েছে, সেখানে ম্যানেজের জন্য শিক্ষার্থীপ্রতি ৮০০ টাকা করে দিতে হয়েছে।

তিন থেকে চারটি বিষয়ে ব্যবহারিক পরীক্ষার জন্য বিজ্ঞান শিক্ষার্থীকে কোচিংয়ের ফাঁদে পড়তে হয়। প্রতিটি বিষয়ে প্রথম ও দ্বিতীয়পত্র মিলে ৫০ নম্বর থাকে ব্যবহারিকে। ব্যবহারিক পরীক্ষায় নম্বর দেয়ার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট শিক্ষকদের ইচ্ছা চূড়ান্ত হওয়ায় শিক্ষার্থীরা অসহায়। এ কারণে বাধ্য হয়ে তাদের শিক্ষকদের দ্বারস্থ হতে হয়। শিক্ষকরা নিজের বাসায় পড়ানোর পাশাপাশি কোচিংয়েও পড়ান। প্রত্যাশা, উদ্ভাস, সাইনিয়াস, সাকসেস, ব্রিলিয়ান্টসহ বিভিন্ন নামের কোচিং সেন্টার রয়েছে।

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতরের (মাউশি) এক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা জানান, এ বছর তার মেয়েও পরীক্ষা দিয়েছে। তিনি নিজেও এর ভুক্তভোগী। ফেল করানোর ভয়ে তিনি কিছুই বলতে পারছেন না। তার মতে, যেভাবে শিক্ষার্থীদের কোচিং করাতে বাধ্য করা হচ্ছে তা অনৈতিক। এটা নিয়ে সরকার কিছু করছে না। ঢাকা শিক্ষা বোর্ড চেয়ারম্যান ও আন্তঃশিক্ষা বোর্ডের আহ্বায়ক অধ্যাপক ফাহিমা খাতুন বলেন, কয়েকটি কলেজে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে ২০০ থেকে ৩০০ অতিরিক্ত টাকা নেয়া হচ্ছে বলে তিনি শুনেছেন। কিন্তু কোচিংয়ের বিষয়টি তার জানা নেই। এ ব্যাপারে কেউ অভিযোগও করেনি। তিনি আরও বলেন, অভ্যন্তরীণ ও বহিঃপরীক্ষকদের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ পেলে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হবে। অভিযোগ প্রমাণিত হলে তাদের শুধু পরীক্ষা কার্যক্রম থেকেই বিরত রাখা হবে না, প্রয়োজনে এমপিও বাতিলসহ বিভাগীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে।